সরকার ফিল্মস্ প্রযোজিত
সোনার খাঁচা
পরিচালনা • অগ্রদূত
রচনা-সংগীত-বীরেশ্বর সরকার
S.K.P.

সরকার ফিল্মস্ নিবেদিত

সোনার খাঁচা

পরিচালনা :

অগ্রদূত

কাহিনী ও সংগীত পরিচালনা :

বীরেশ্বর সরকার

চলচ্চিত্রায়ণে : বিভূতি লাহা, বৈদ্যনাথ বসাক

শব্দানুলেখনে : অতুল চট্টোপাধ্যায়

সংগীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, মিঃ কৌশিক
(ফিল্ম সেন্টার বম্বে)

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিল্পনির্দ্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী

শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ ও পুনর্যোজিত

কর্মসচিব : বিমল সরকার

ব্যবস্থাপনা : রমেশ সেনগুপ্ত

রূপসজ্জা : বসির আমেদ

প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র

স্থির-চিত্র : এড্না লরেঞ্জ

পরিচয়পত্র : দিগেন ষ্টুডিও

চিত্রনাট্য : মিহির সেন

সহযোগীতায় : বিমল সরকার

গীতরচনা : গগন হরকরা
"আমি কোথায় পাবো তারে"
সুধীন দাশগুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
শৈলশেখর মিত্র, বীরেশ্বর সরকার

নেপথ্যকণ্ঠে : লতা মুঙ্গেশকর
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, করবীনাথ
মৃণাল চক্রবর্তী, মীনা মুখার্জী
শম্পা সরকার

। ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি (প্রাঃ) লিঃ ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ।

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য

রসায়নাগারে : গৌরী মুখার্জী, অজিত রায়

ঃ সহযোগীতায় :

পরিচালনায় : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ দত্ত। সংগীত পরিচালনায় ভী, বালসারা, পরিমল দাশগুপ্ত। চলচ্চিত্রায়ণে : গোপীনাথ রায়। শব্দানুলেখনে : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর। সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ। ব্যবস্থাপনায় : সুশীল দাস, রমেন অধিকারী। দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ। রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, কার্তিক লেঙ্কা। আলোকনিয়ন্ত্রণে : শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, শৈলেন দত্ত, হরিপদ হাইত গুণনিধি লেঙ্কা, জগু সিং।

ঃ কৃতজ্ঞতাস্বীকার ঃ

লতা মুঙ্গেশকর, হৃষীকেশ মুখার্জী।

: শ্রেষ্ঠাংশে :

উত্তম কুমার, অপর্ণা সেন

অন্যান্য চরিত্রে : নির্মল কুমার, রবীন মজুমদার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, তরুণ কুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, অপর্ণা দেবী, গীতা নাগ, সুতপা বাগচী, কণিকা মজুমদার, অজয় ব্যানার্জী, অনিল ভট্টাচার্য্য, শক্তি মুখার্জী, তারক চ্যাটার্জী, মান্থ মুখার্জী, ভানু চ্যাটার্জী, মুকুল সরকার, শ্রীপতি মজুমদার, তপন ভট্টাচার্য্য, রাজমঙ্গল সিং, মৃণাল ঘোষ, রঞ্জিত বোস, চঞ্চল মুখার্জী, অলকা মুখার্জী, প্রভা জানা, রমা দাস, ঝুমা মুখার্জী, আরতি ঘোষ, মীরা চক্রবর্তী, সুনীতা রীত্, মীরা বোস ও সুদেষ্ণা ভঞ্জ।

বিশ্বপরিবেশনা :

চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিঃ

কাহিনী

ভারত বিখ্যাত গায়ক জয়ন্ত মুখার্জী। খ্যাতি, যশ, অর্থ, তার জীবনটাকে ঘিরে ফেললেও, সে কিন্তু তার জীবনটাকে একটা জুয়োর পাশা ছাড়া আর কিছুই ভাবে না।

পথে, ঘাটে, গেয়ে, বাজিয়ে, অত্যাচারী আত্মীয়ের বাড়ী আশ্রিত হয়ে, লোকেদের সহানুভূতি-হীনতা দেখতে দেখতে, কখন যে সে সকলের নয়নের মণি হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভাবতে গেলে এখন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

কিন্তু সে জানে, তার চারপাশে শুধু নিকষ কালো অন্ধকার, অথচ দাঁড়িয়ে আছে একটা আলোকিত বৃত্তের মাঝখানে। পরিক্রমন করে চলেছে একটা উজ্জ্বল আলোকিত পটভূমি। কিন্তু সেই আলো পটভূমি। কিন্তু সেই আলো, সেই উজ্জ্বলতা কিছুই দীর্ঘস্থায়ী নয়। যে কোন মুহূর্তে, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, আরো গভীর, গভীরতর অন্ধকারে।

কিন্তু, এই ঘন অন্ধকারের ওপারেই আছে বিরাট এক আলোর জগৎ। সেখানকার সে আলো মেকি নয়, কৃত্রিম নয়।

স্বাতী যেন তার জীবনের সেই আলোর জগতের প্রতীক। কিন্তু তার পরিবেশ যে তাকে, অন্ধ মোহের জালে অক্টোপাশের মত বাহমে:ল ঘিরে আছে। এই অন্ধকারটুকু পেরিয়ে সে কি পৌছতে পারবে সেই আলোর জগতে—যেখানে কিছুই মেকি নয়, কিছুই কৃত্রিম নয়??... ...

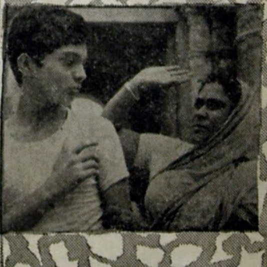

সংগীত

(১)

ওরে আমার মন
কিসের তরে দেয়না ধরা
ভালোবাসার ধন
সুরের হাওয়ায় মরিস্ খুঁজে
আকুল হৃদয় মন ॥
কোথায় আপন জন
খুঁজিস্ সারাক্ষণ
কেমন করে পাবিরে তুই
অরূপ সে রতন ॥
ওরে অবুঝ মন
সেই ত আপন জন
হৃদয় মাঝে যে
থাকে অনুক্ষণ ॥

(২)

কে জানে ক' ঘণ্টা
পাবে রে জীবনটা
যেটুকু চোখে পড়ে
মনে ধরে নিয়ে যা
যে মনে মন দিতে চাস
দিয়ে যা দিয়ে যা ॥
জীবনে এইটুকু বেলা
সবই যে বেপরোয়া খেলা
বলনা কে কে দেবে সাড়া
আমি যে শুধু চাই ॥
কি হবে নীতিকথা ভেবে
লোকেরা দোষ দেয় দেবে
আসলে যত কিছু ঘটে
সবই যে হিং টিং ছট্ ॥

(৩)

Life is a game
So life is Gay
Life is a chicky game
Let's play
Life is love and
Love is an art
Come to my eyes
Come to my heart
Come to my arms
Rest and stay
Life is love and
Love is a bliss
Never comes back
Each kiss we miss
Let's go in life
While we may.

(৪)

শুধু ভালোবাসা দিয়ে বলে যাই
আমি তোমারে বেসেছি ভালো ॥
ওগো সেই সুরে আজো
গান গেয়ে যাই
জ্বালাই মনের আলো ॥
ফুলে ফুলে এতো রঙ
রঙে হোলি খেলা
সোনামাখা নীলাকাশ
সোনাঝরা বেলা
তাই রূপ সায়রে ডুব দিয়ে যাই
মুছি আমার কালো ॥

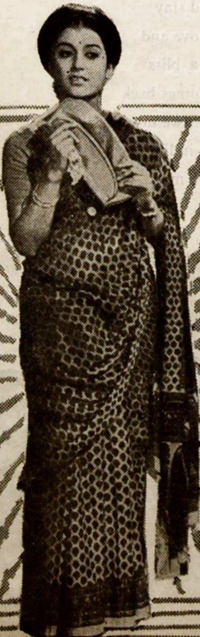

চোখে চোখে এত রূপ
রূপে এত কথা
কূলে কূলে এত ঢেউ
এতো আকুলতা
আছো এই পথে আমি পথ ভুলে পাই
আমার শেষের ভালো ॥

(৫)

যারে যা উড়ে, রাজার কুমার পক্ষীরাজে
যারে সাত সমুদ্দুরে, তেপান্তরে, যা ঘুরে ॥
কোন অচীন পুরীতে রাজকুমারী
হাজার মহলে হাজার দুয়ারী
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি ঝলকায় তরবারী
রাজকুমারীর মহল নিঃঝুম
দু'চোখে যে তার মায়া ঘুম
কে সোনার কাঠি দিয়ে, কে সে ঘুম ভাঙিয়ে
কে যাবে তারে নিয়ে ॥
সেই বন্দিনী তার প্রাণ ভোমরা
পাতাল পুরীতে বন্ধ করা
গুণ গুণ গুণ গুণ সেই সুর যায় না ধরা
এক দৈত্য জেগে দেয় পাহারা
জ্বলে চোখ যেন আগুন তারা
তুই তারে বন্দি করে, নিয়ে আয়রে ফন্দি করে
রাজকন্যা সঙ্গী করে ॥

(৬)

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
এ কোন অপরূপ সৃষ্টি
এতো মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি
আমার হারিয়ে গেছে দৃষ্টি
এতো মেঘের কোনে কোনে
এলো বাতাস হু হু সনে
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বৃষ্টি
এ কী দুষ্টু অনাসৃষ্টি
বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
ওগো বৃষ্টি তুমি সৃষ্টি
তোমার অঝর ধারায় ভিজে
আমি নতুন হলাম নিজে
মা মা পা-ধা-নি ধানি
আজ হারিয়ে গেছি আমি
বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
কেন তুমি এত মিষ্টি ॥

(৭)

যা যা যা ভুলে যা
এ হৃদয়ে যত কথা
মন তারে ভুলে যা
দিন চলে যায় আপন খেলায়
বাঁধন মানে না
শীতের সন্ধ্যা সেও রহে না
বসন্ত সেও হায়
সেই বৃষ্টি আকাশ এলো ফিরে ॥
বৃষ্টি ধারায় রঙ মুছে যায়
ছবি তো মোছে না
দূরের আকাশ ভোলে যে সুর
পাখী তা ভোলে না
সেই স্বপ্ন আবার কেন ঝরে ॥

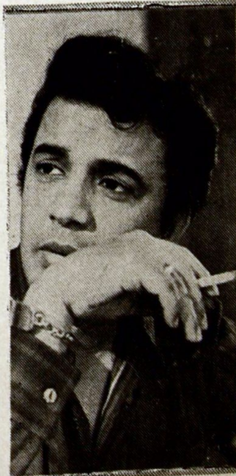

সমরেশ বসু
রচিত

ছুটির ফাঁদে

শ্রেঃ উত্তমকুমার

পরিচালনা · সলিলসেন

প্রতিভা ক্রিয়েশন্স নিবেদিত
বিমল মিত্র রচিত
সলিল দত্তের

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌমিত্র অপর্ণা

সঙ্গীত · মান্না দে

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যে সব ছবি আসছে

1973

উত্তম
অপর্ণা
অনিল
অভিনীত
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
রচিত

আলোর ঠিকানা

সঙ্গীত · নচিকেতা

পরিচালনা · বিজয় বসু

তরুণ মজুমদার
পরিচালিত
রাধারাণী পিকচার্সের
ষষ্ঠ নিবেদন

ফুলেশ্বরী

কাহিনী · বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত · হেমন্ত মুখার্জি

রূপায়ণে · সন্ধ্যা · অনুপ · শমিত
লিলি · চিন্ময় · সুলতা · রবি ঘোষ · হরিধন